দৈনিক ...কালের

তারিখ ...18 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষা-পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু কথা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড- এ কথাটি নিয়ে যতবেশী মাতামাতি তার চেয়ে অধিক চলে রাজনীতি এবং অধিকতর চলছে বাণিজ্যনীতি। জাতির এ মেরুদণ্ডকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এর গঠন-উপাদান নিয়ে জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য তথা শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ অন্তত তাই নির্দেশ করে। অবশ্য বাণিজ্যের এ ব্যাপারটি আমরা রপ্ত করেছি সাম্রাজ্যবাদী প্রভু দোকানদারের জাত বৃটিশদের কাছ থেকে, যদিও সঠিক বাণিজ্যনীতি আজও আমরা রপ্ত করতে পারিনি। প্রমথ চৌধুরী যথার্থ বলেছেন, "আমাদের বিলেতি সভ্যতার বর্ণ পরিচয় হয়েছে মাত্র কিন্তু অর্থবোধ হয়নি।" আমরা তরজমা বুঝি না শুধু অক্ষর চিনিমাত্র আর তাইত অর্ধশতাব্দী পরও আমরা সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে দানগড়া শিক্ষা ব্যবস্থার দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। অবশ্য চেষ্টা যে করিনি তা নয়- বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার বেশ কয়টা শিক্ষা কমিশন গঠন করে কিন্তু নানা আলোচনা, সমালোচনা ও দৃশ্যমান অদৃশ্যমান চাপের কারণে কমিশনের সুপারিশমালা শেষ পর্যন্ত আলোর বিপরীতেই থেকে যায়। ফল দাঁড়াল থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন দারুণ বেগে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তখন ভূতের পায়ে পেছনে চলছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকস ফোরাম যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা আমাদের জন্য চরম উদ্বেগের এবং হতাশার। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামুখর বিশ্বে গতবারের চেয়ে এবার আরও পিছিয়ে। প্রশ্ন হতে পারে, বাংলাদেশ কেন এত পিছিয়ে?

উত্তরে বলতে হয়, যে জাতির নিজস্ব মেরুদণ্ড (শিক্ষা ব্যবস্থা) নেই অন্যের ধার করা মেরুদণ্ড নিয়ে সে জাতি কতদূরে এগুবে? আর কতক্ষণইবা সোজা হয়ে দাঁড়াবে? যতটুকু বা এগুনো সম্ভব হত কায়েমী স্বার্থবাদীদের শিক্ষা বাণিজ্য সে সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করছে। এ বিশেষমহল হাতুড়ে শল্যচিকিৎসকের মত অস্ত্র চালিয়ে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবচ্ছেদ করেছে কিন্তু তা পুনর্গঠন করতে পারেনি বা স্বীয় স্বার্থে করেনি। কারণ তাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থা নামক কাঠামোটির মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চড়া দামে বিক্রি করে রাতারাতি অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া। আর এরই ফলশ্রুতিতে চারদিকে চলছে জমজমাট কোচিং ব্যবসা, ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। বাড়ছে সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা, কমছে দক্ষ জনশক্তি, বাড়ছে শিক্ষা বৈষম্য, কমছে দরিদ্র মেধাবীদের উচ্চ শিক্ষার হার। এটা সবাই স্বীকার করে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ। সুতরাং এর আমূল পরিবর্তন দরকার। আর এ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে আন্দোলন এবং সৎসাহসী জনশক্তি দরকার তা আসতে হবে উচ্চস্তর হতেই। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবস্তরের মধ্যে উচ্চস্তরের পরিবর্তন আগে দরকার।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে আমরা বেশ গর্ব করি। অবশ্য গর্বের কথাই। কারণ জাতির সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার মত তুমুল লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এক বুক আশা নিয়ে এখানে ভর্তি হয়। তারা প্রত্যাশা করে এখান থেকে বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বমানের নাগরিক করে গড়ে তুলবে, জাতিকে এগিয়ে নেবে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের আশা মরীচিকায় রূপ নেয়। দূর থেকে যে শিক্ষকদেরকে এতদিন নীতিবান, জ্ঞানতাপস ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাবা হলেও এখন কাছ থেকে দেখে তাদের একটা অংশকে মনে হয়, বিড়াল তপস্বী এবং বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ট বৈ কিছু নয়। তারা ভুলে যায় জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার কথা। সমস্ত দায়বদ্ধতা তখন আবর্তিত হয় দলীয় বলয়ে। দ্রুত প্রমোশনের নেশা আর লোভনীয় প্রশাসনিক পদে আসীন হতে চলে ইঁদুর লড়াই। ক্ষমতাসীন দলের ঢাক যে যত জোরে বাজাতে পারে তার ভাগ্যে তত বড় পদটি জুটে। এতে তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্র পড়ানো হয় খোদ সে বিশ্ববিদ্যালয়টি চলে প্রায় সব রকম আইনের খোলস অবমুক্ত করে। স্বায়ত্তশাসিতের নামে এখানে চলে কিছু রাজনৈতিক দলের দুর্দণ্ড প্রভাব আর পরিবারকরণের নোংরা প্র্যাকটিস। সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা সেখানে কোণঠাসা এবং অবমূল্যায়িত। এর পেছনের কারণসমূহ :

প্রথমত: পূর্বে ১ম শ্রেণী অর্জন করতে হত এখন তা আরোপিত হয় তথা বিশেষ কোটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেখানে প্রবেশাধিকার শুধু প্রভাবশালী দলীয় ক্যাডার অথবা শিক্ষক, কর্মকর্তার স্বজনদের। দ্বিতীয়ত, যেহেতু তারা বিশেষ ব্যবস্থায় ১ম শ্রেণী পেয়েছেন এবং বিশেষ কোটায় শিক্ষক হয়েছেন সুতরাং তারা যে মানের শিক্ষা ডেলিভারি করেন তাতে শিক্ষার্থীদের মেধার পুষ্টি জোগানোর পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। তৃতীয়ত, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার পাঠদান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখেনি। চতুর্থত, তারা যতটুকু সময় জ্ঞানচর্চার জন্য পান তার বেশিরভাই ব্যয় করেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে। পঞ্চমত, কেউ কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে ডিগ্রী নিতে বিদেশ গিয়ে সেখানেই থেকে যান।

এসব কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হন সঠিক ও প্রত্যাশিত শিক্ষার্জন থেকে। নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, শিক্ষকদের অদক্ষতা, পাঠদানের ঔদাসীন্য সর্বোপরি রুগ্ন-রুক্ষ ছাত্র রাজনীতির সৃষ্ট সে জ্যামে পিষ্ট হয় ছাত্রজীবনের সোনালী ভবিষ্যৎ। হলুদ-বর্ণ ধরে দরিদ্র মা বাবার প্রতীক্ষিত সবুজ স্বপ্নে। ফলশ্রুতিতে এক সময়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয় অদক্ষ, নীতিবিবর্জিত, মেধাহীন, অকর্মণ্য, নিষ্ঠাহীন এবং দায়বদ্ধহীন হতাশ যুবক হয়ে।

ভুরি ভুরি কাগজে সার্টিফিকেট নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় বেকারত্বের সীলমোহর লাগিয়ে। হয়ত তাদের কারো কারো (যাদের অবৈধ অঢেল সম্পদ আর শক্তিশালী মামা-চাচা আছে) চাকরিও হয়। সাথে সাথে উন্মুক্ত হয় দুর্নীতির এক নব দুষ্টচক্র (New vicious circle of Corruption, Corruption generates Corruption)। আজকে যে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন মানুষ দেখতে শুরু করেছে তা কখনই আলোর মুখ দেখবে না যদি না শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত উচ্চ শিক্ষা স্তরে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এজন্য যা যা করণীয় হতে পারে :

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত করতে হবে। দক্ষ, মেধাবী, দেশপ্রেমিক ও নৈয়ায়িক শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষক হতে পারেন তার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. পরীক্ষা কাঠামোকে পিএসসি'র আঙ্গিকে দ্বি বা ত্রিস্তরের ঢেলে সাজানো যেতে পারে।

৩. সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একক নিয়োগ নীতির আওতায় থাকবে। প্রয়োজনে 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম কমিশন' নামে পৃথক একটা কমিশন গঠন করা যেতে পারে তা ইউজিসি'র অধীনে থাকবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

৪. নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য সর্ট-টার্ম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রাখা যেতে পারে। সেখানে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে আলোকপাত করবেন। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে একাডেমিশিয়ান বা অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণকে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৫. দেশের টাকায় বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য যারা যান তাদের ডিগ্রী প্রাপ্তি শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. স্বীয় কর্মস্থলে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে।

৭. সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে জরুরী হলো ছাত্র/শিক্ষক রাজনীতি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

এ কাজটা করতে হবে বর্তমান সরকারকে। কারণ ইতোমধ্যে এ সরকার অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করি, বর্তমান সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেবেন।

—অনিন্দ্য অমৃণ্য, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ রা.বি.।